ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৯৬৪(আগরতলা, ১২।৬)
উদয়পুর, ১২ জুন ২০১৮

রাজ্য সরকার কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে -মুখ্যমন্ত্রী

আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন। এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। কারণ কৃষির অগ্রগতি ছাড়া কোন দেশ বা রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই ভারত সরকারের মতো রাজ্য সরকারও কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। আজ শান্তিরবাজার মহকুমায় মনু সব্জি উৎকর্ষ কেন্দ্রের শিলান্যাস করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের আয়ের প্রধান উৎস কৃষি। তাই রাজ্যের কৃষি জমির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। কোন জমি খালি রাখা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কৃষকদের উন্নতিতে রাজ্য সরকার কাজ করতে চায়। এজন্য কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কৃষকদের কাছে ছুটে যেতে হবে। সঠিক সময়ে কৃষকদের পরামর্শ দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্যে ১ লক্ষ মেট্রিক টন আনারস উৎপাদন হয়। আমাদের রাজ্যের ক্যুইন আনারসকে বিভিন্ন দেশে ও আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, কিছু দিন আগে আমাদের রাজ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি ২ দিনের সফরে এসেছিলেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের ক্যুইন আনারসকে স্টেট ফ্রুট হিসাবে ঘোষণা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আনারসের পাতা দিয়ে বিভিন্ন রকমের জিনিষ তৈরী হয়। আনারসের প্রত্যেকটা অংশ কাজে লাগে। সেটাকে বাজারজাত করতে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার বাঁশ উৎকৃষ্ট মানের। এই বাঁশকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি দপ্তরকে সাধারণ মানুষের সাথে আরো নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ভারত সরকার কৃষি মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় নামাকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনুরূপভাবে রাজ্য সরকার কৃষি দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর করার পরিকল্পনা নিয়েছে। অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, প্রধান সচিব ড. ইউ ভেঙ্কটেশ্বরেলু, কৃষি অধিকর্তা দেব প্রসাদ সরকার, উদ্যান দপ্তরের অধিকর্তা অরুণ দেববর্মা, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

****